

করিব্দের ইমানদার-দলের কাছে লেখা পৌলের দ্বিতীয় চিঠি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

রুকু: ২

(১) সুতরাং, আমি মনে মনে তোমাদের সাথে আরেকটি বেদনাদায়ক-সাক্ষাৎ না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম।

(২) কেননা আমি যদি তোমাদের দুঃখ দেই, তাহলে আমাকে আনন্দ দেবার আর কে থাকে কিন্তু আমি যাকে দুঃখ দিয়েছি, সে ছাড়া? (৩) এবং এজন্যই আমি ওসব কথা লিখেছিলাম, যেন আমি যখন আসবো, তখন যাদের কাছ থেকে আমার আনন্দ পাবার কথা, তাদের কাছ থেকে আমাকে দুঃখ পেতে না হয়; কারণ আমি তোমাদের সবার বিষয়ে নিশ্চিত যে, আমার আনন্দেই তোমাদের সবার আনন্দ।

(৪) আমি নিদারুণ বেদনা ও মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে তোমাদেরকে লিখেছিলাম, তোমাদেরকে দুঃখ দেবার জন্য নয় বরং তোমরা যেন জানতে পারো যে তোমাদের প্রতি আমার মহব্বত কতো গভীর। (৫) আমি বাড়িয়ে বলছি না, কিন্তু কেউ যদি দুঃখ দিয়ে থাকে, তাহলে সে শুধু আমাকেই না, বরং কিছু ক্ষেত্রে তোমাদের সবাইকেই দিয়েছে।

(৬) অধিকাংশ লোকের মিলিত সিদ্ধান্তে নেওয়া এই শাস্তিই এই ধরনের লোকের জন্য যথেষ্ট; (৭) সুতরাং, এখন তোমরা বরং তাকে ক্ষমা করো এবং সান্ত্বনা দাও, যেন অতিরিক্ত দুঃখে সে হতাশ হয়ে না পড়ে।

(৮) তাই আমি বিশেষভাবে অনুরোধ করছি, তোমরা যে তাকে সত্যিই মহব্বত করো তা নিশ্চিতভাবে বুঝিয়ে দাও।

(৯) সব বিষয়ে তোমরা বাধ্য কি না, তা যাচাই করে দেখার জন্যই আমি তোমাদেরকে লিখেছিলাম।

(১০) তোমরা কাউকে ক্ষমা করলে আমিও তাকে ক্ষমা করি। আর যদি আমি কাউকে, কোনো বিষয়ে ক্ষমা করে থাকি, তাহলে মসিহকে সামনে রেখে তোমাদের জন্যই তা করেছি, (১১) এবং আমরা তা করি যেওনা শয়তানের চলাকিতে পরাজিত না হই; কারণ তার ছলচাতুরী আমাদের অজানা নয়।

(১২) আমি যখন মসিহের সুখবর প্রচারের জন্য ত্রোয়াসে গিয়েছিলাম, তখন আল্লাহর আমার জন্য একটা পথ খোলে দিয়েছিলেন; (১৩) কিন্তু আমার ভাই হযরত তীত রকে সেখানে না পাওয়ায় আমি মনে কোন শাস্তি পাইনি; সেজন্য তাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আমি মেসিডোনিয়ায় চলে গেলাম।

^(১৪)কিন্তু সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি মসিহের মাধ্যমে সব সময় আমাদেরকে বিজয় মিছিলে এগিয়ে নিয়ে চলেন এবং আমাদের মধ্যদিয়ে সব জায়গায় তাঁর জ্ঞাসের সুবাস ছড়িয়ে পড়ে। ^(১৫)কারণ যারা নাজাত পাচ্ছে এবং যারা ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে, তাদের সবার মধ্যে আমরা আল্লাহর নিকট মসিহেরই সৌরভ; ^(১৬)তবে এক পক্ষের কাছে আমাদের সৌরভ হলো মৃত্যুর দুর্গন্ধ, আর অন্যদের কাছে আমাদের সৌরভ হলো জীবনেরই সুবাস। এই সবার জন্য কে উপযুক্ত?

^(১৭)আমরা অনেকের মতো আল্লাহর কালাম নিয়ে ব্যবসা করি না; কিন্তু মসিহের পক্ষে আল্লাহর উপস্থিতিতে, আল্লাহরই প্রেরিত লোক হিসেবে আমরা আন্তরিকতার সাথে কথা বলি।